ব্রিটেনে নির্বাচন

ত্রিমুখী লড়াই

৫ মে বৃটেনে সাধারণ নির্বাচন। প্রথমবারের মতো লড়াই হবে ত্রিমুখী- ব্লেয়ার, হাওয়ার্ড, কেনেডি'র মধ্যে। কিন্তু তৃতীয় মেয়াদে ব্লেয়ারের জয়ের সম্ভাবনা বেশি...

লিখেছেন **হাসান মূর্তাজা**

গণতন্ত্রের আঁতুড়ঘর যুক্তরাজ্যে আগামী ৫ মে সাধারণ নির্বাচন। দুই কক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ 'হাউস অব কমন্সের' ৬৪৬টি আসনে এমপি নির্বাচনের জন্য ভোট দেবেন ব্রিটেনবাসী। দেশটি পাবে একজন নতুন প্রধানমন্ত্রী।

ব্রিটেনের নির্বাচন পদ্ধতি অনেকটা আমাদের মতোই। ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে সংসদ সদস্যরা নির্বাচিত হন। পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ 'লর্ড হাউসের' ৬৮৫ জন সদস্য অবশ্য উত্তরাধিকার সূত্রে বা পদাধিকার বলে নির্বাচিত। কমন্সসভার আসন সংখ্যা আগে ছিল ৬৫৯। স্কটল্যান্ডের সীমানা পরিবর্তনের কারণে আসন সংখ্যা ১৩টি কমে ৬৪৬-এ দাঁড়িয়েছে। ব্রিটেনের জনসংখ্যা ৬ কোটি। প্রতিটি আসনের ভোটার সংখ্যা প্রায় ৬৯ হাজার। এই ভোটারদের কল্যাণে পার্লামেন্টে সর্বোচ্চ আসন পাওয়া দলটির নেতাই হন প্রধানমন্ত্রী।

ঐতিহাসিকভাবে ব্রিটেনে দুটো দল। লেবার দল ও রক্ষণশীল বা টোরি দল। ইদানীং 'লিবারেল ডেমক্রেট' নামে তৃতীয় দলের উত্থান ঘটেছে। ২০০১ সালের সর্বশেষ নির্বাচনে দলটি ১৮.৩ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। পার্লামেন্টে অন্য যেসব দলের আসন রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অলস্টার ইউনিয়নপন্থি, স্কটিশ জাতীয়তাবাদী এবং ওয়েলসের জাতীয়তাবাদী 'প্লেইড সিমরু' দল।

এবারও লেবার দলের নেতৃত্বে আছেন টনি ব্লেয়ার। নির্বাচিত হলে 'হ্যাটট্রিক' করবেন তিনি। ব্লেয়ারের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মধ্য-ডান রক্ষণশীল দলের নেতা মাইকেল হাওয়ার্ড। ১৯৯৭ সাল থেকে তিনি ব্লেয়ারকে মোকাবেলা করছেন। অন্যদিকে বাম-মধ্যপন্থি 'লিবারেল ডেমক্রেটের' নেতৃত্ব দিচ্ছেন চার্লস কেনেডি। চার বছর আগের নির্বাচনে ব্লেয়ারের দল জিতেছিল ৪১২টি আসন। রক্ষণশীলরা ১৬৬টি। লিবারেল ডেমক্রেটরা ৫২। অন্যান্য ছোট দল ২৯টি। উল্লেখ্য, ব্রিটেনে প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ ৫ বছর হলেও তিনি দলের জেতার সম্ভাবনা দেখে আগেভাগেই নির্বাচন ঘোষণা

করতে পারেন। ব্লেয়ার প্রায় এক বছর আগেই নির্বাচন দিলেন।

সবার দৃষ্টি তাই ব্লেয়ারের ওপর। ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মার্কিন দোসর ব্লেয়ার তৃতীয়বারের মতো নির্বাচিত হতে পারেন কি না সেটাই এখন দেখার বিষয়। নিউজ উইক, টাইমসহ অধিকাংশ মার্কিন পত্রপত্রিকার অভিমত জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়লেও এবারও ব্লেয়ার জিতে আসবেন। ২০০১ সালে লেবার দল পেয়েছিল মোট ভোটের ৪১ শতাংশ। রক্ষণশীলরা ৩২ শতাংশ। সেবার একজন লিবারেল ডেমক্রেট এমপিকে জিতে আসতে গড়ে ভোট পেতে হয়েছিল ৯২ হাজার ৫৫৪টি। রক্ষণশীল এমপি'র ৫০ হাজার ৩৪৭টি। পক্ষান্তরে লেবার এমপি'র প্রয়োজন হয়েছিল ২৬ হাজার ৩১টি ভোট।

বিশ্লেষকরা মনে করছেন, যদি বড় দুটো দল মোট ভোটের ৩৫/৩৬ শতাংশ করে জেতে, তাহলেও লেবার দল প্রায় ১০০ আসন জিতে ক্ষমতায় আসবে। টোরি দলকে ক্ষমতা নিতে হলে লেবার দলের চেয়ে ১০ শতাংশ বেশি ভোট পেতে হবে। কিন্তু সাম্প্রতিক কোনো জরিপেই দলটি এতো বড় ব্যবধানে এগিয়ে নেই।

রক্ষণশীল দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ব্লেয়ারের সহকর্মী আইনজীবী মাইকেল হাওয়ার্ড। ১৯৯৭ সাল থেকে ব্লেয়ারের প্রতিদ্বন্দ্বী হাওয়ার্ড দলের হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছেন এবং পেশাদারিত্ব বৃদ্ধি করেছেন। তবুও তার জয়লাভের সম্ভাবনা ক্ষীণ। ভোটারদের মাঝে হাওয়ার্ডের ইমেজ তেমন মনলোভা নয়। বিশেষত সাবেক দুই রক্ষণশীল প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার ও জন মেজরের জনপ্রিয়তায় ধস নামার সময় তিনি কেবিনেটে ছিলেন। লেবার সমর্থকরা বলে বেড়াচ্ছে, হাওয়ার্ড ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিটের বাসিন্দা হওয়ার যোগ্যতা রাখেন না। রক্ষণশীলরাও জবাব দিচ্ছেন। বলছেন, 'ব্লেয়ার কাজে নয়, কথায় বড়।' তারা ব্লেয়ারকে মিথ্যুক হিসেবে প্রমাণের চেষ্টা করছেন। ইরাক যুদ্ধের আগে মিথ্যা তথ্য পরিবেশনের জন্য দায়ী করছেন। তবে রক্ষণশীল দলে অভ্যন্তরীণ কোন্দল রয়েছে। ক'দিন আগে দলের ডেপুটি চেয়ারম্যানকে বরখাস্ত করেছেন হাওয়ার্ড। ফলে দলটির নির্বাচনী প্রচারণা কিছুটা হলেও গতি হারিয়েছে।

অন্যদিকে লিবারেল ডেমক্রেটরা গত নির্বাচনে চমক সৃষ্টি করলেও তাদের নিয়ে আশাবাদী হবার কিছু নেই। যদিও ১৯২৯

সালের পর এবারই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সংসদ সদস্য আছে দলটির, মিডিয়ার সমর্থনও কিছুটা আছে। সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে দলটি উত্তরাঞ্চলে লেবার এবং দক্ষিণ ও পশ্চিমে রক্ষণশীল দলকে বিপাকে ফেলতে পারে। সে ক্ষেত্রে ব্রিটেনবাসী প্রথমবারের মতো একটি ত্রিমুখী নির্বাচন উপভোগ করবে।

বিভিন্ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে পত্র-পত্রিকা, টিভি, ওয়েবসাইটে নির্বাচনী বিতর্ক জমে উঠেছে। বিদেশ নীতি, অভিবাসন ও রাজনৈতিক আশ্রয়, কর, অর্থনীতি প্রভৃতি ইস্যু প্রাধান্য পাচ্ছে। ব্লেয়ারের ইরাকনীতি কঠিন সমালোচনার মুখে পড়েছে। দেশটিতে গণবিধ্বংসী অস্ত্র পাওয়া না যাওয়ায় ব্লেয়ার মিথ্যেবাদী প্রমাণ হয়েছেন। যা তার ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তায় ধস নামিয়েছে।

ইরাকের ব্যাপারে টনি ব্লেয়ারের দল এখনো আগের অবস্থানে। সৈন্য প্রত্যাহারের কোনো সুনির্দিষ্ট সময়সীমা তারা দেয়নি। বলছে, জাতিসংঘের ম্যান্ডেটের অধীনে ইরাকি সরকার যতদিন চায় ততদিন ব্রিটিশ সৈন্যরা ইরাকে থাকবে। অন্যদিকে, ইরানের পরমাণু কর্মসূচির ব্যাপারে লেবার দল ফ্রান্স ও জার্মানির সঙ্গে মিলে আলোচনার চেষ্টা করছে। আফ্রিকায় আরো সাহায্য পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছে লেবার পার্টি। আগামী বছর ইউরোপীয় ইউনিয়নের সংবিধানের পক্ষে গণভোট দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। লেবার দল এতে 'হ্যাঁ'র পক্ষে প্রচারণা চালাবে। তাছাড়া পাঁচটি শর্ত পূরণসাপেক্ষে ইউরোপের একক মুদ্রা ইউরো গ্রহণের পক্ষপাতি ব্লেয়ারের দল।

অন্যদিকে, রক্ষণশীল দল ইরাক যুদ্ধ সমর্থন করলেও মিথ্যা গোয়েন্দা তথ্য পরিবেশনের জন্য ব্লেয়ারকে দোষারোপ

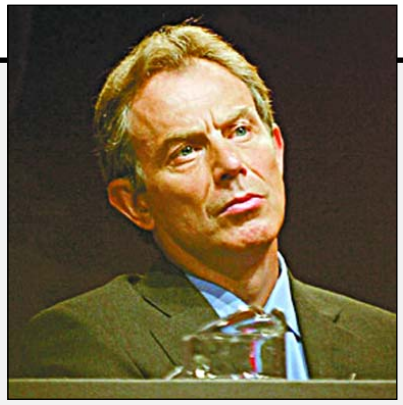

প্রার্থী প্রোফাইল

টনি ব্লেয়ার

● ১৯৫৩-র ৬ মে স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গে অ্যান্থনি চার্লস লেনটন ব্লেয়ারের জন্ম। পিতা ব্যারিস্টার, রক্ষণশীল দলের পদপ্রার্থী।

● পেশায় আইনজীবী। স্ত্রী শেরিও আইনজীবী। চার সন্তান। সর্বশেষ সন্তান লিওর জন্ম ২০০০ সালে ডাউনিং স্ট্রিটে।

● আইন বিষয়ে পড়াশোনা অক্সফোর্ডের সেন্ট জন কলেজে। 'আগলি রুমার' নামে এ সময় কলেজের একটি রক গ্রুপে যোগদান। ১৯৭৫-৮৩ সাল পর্যন্ত আইনজীবী হিসেবে প্র্যাকটিস করেন। কর্মসংস্থান ও বাণিজ্য আইনে বিশেষজ্ঞ।

● লেবার দলের সদস্য হিসেবে ১৯৮৩ সালে পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত।

● ১৯৮৮-৮৯ সালে ছায়া মন্ত্রিসভার জ্বালানি মন্ত্রী; ১৯৮৯-৯২ পর্যন্ত ছায়া কর্মসংস্থান মন্ত্রী; ১৯৯২-৯৪ ছায়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন।

● মধ্যপন্থা অবলম্বন এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানা শিথিল ও অর্থনীতির বেসরকারিকরণের প্রতি জোর দেন।

● ১৯৯৪ সালে লেবার দলের নেতা নির্বাচিত। জন স্মিথের অকাল মৃত্যুর পর সবচেয়ে কম বয়সী দলীয় নেতা। দলের সংস্কার অব্যাহত রাখেন। লেবার দলের নতুন নাম দেন 'নয়া লেবার' দল।

● বিপুলভাবে সাধারণ নির্বাচন জিতে ১৯৯৭ সালের মে মাসে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত।

● আইন পাসের মাধ্যমে স্কটিশ পার্লামেন্ট এবং ওয়েলস অ্যাসেম্বলি গঠন। সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে ব্যাংক অব ইংল্যান্ডকে সুদের হার নির্ধারণের ক্ষমতা প্রদান।

● ১৯৯৮-এর এপ্রিলে গুড ফ্রাইডে চুক্তির ধারাবাহিকতায় উত্তর আয়ারল্যান্ডে সরকার গঠন। পরে আইআরএ'র সঙ্গে নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ে মতানৈক্যের কারণে সরকার গঠন স্থগিত।

● ২০০০-০১ সালে লন্ডনে মিলেনিয়াম ডোম তৈরিতে অব্যবস্থাপনা, জ্বালানি সংকট এবং ফুট অ্যান্ড মাউথ রোগের কারণে ব্লেয়ার সরকার সমালোচিত হয়।

● ২০০১ সালে জুনে নির্বাচনে লেবার পার্টির পুনরায় জয়লাভ।

● ২০০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইরাক আক্রমণ। ২০০৪ সালে একক ইউরোপীয় সংবিধানের প্রশ্নে ২০০৬ সালের গণভোট আয়োজনের প্রতিশ্রুতি দেন।

প্রার্থী প্রোফাইল

চার্লস কেনেডি

● ১৯৫৯-এর ২৫ নবেম্বর ইনভারনেসে চার্লস পেট্রিক কেনেডির জন্ম।

● সারাহ গারলিঙকে বিয়ে করেন ২০০২ সালে। এ বছর ১২ এপ্রিল প্রথম সন্তান ডোনাল্ড জেমসের জন্ম।

● বেড়ে ওঠা এবং পড়াশোনা ফোর্ট উইলিয়ামে।

● গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা। ছাত্র ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত। রাজনীতি এবং দর্শনে যৌথ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর।

● বিবিসি হাইল্যান্ডে সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু।

● পরে যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা। বক্তৃতা বিষয়ে পড়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে, এছাড়া বাগ্মিতা, রাজনৈতিক বক্তৃতা এবং ব্রিটিশ রাজনীতির ওপর গবেষণা করেছেন।

● কমন্স সভায় ১৯৮৩ সালে সোশ্যাল ডেমক্রেট পার্টির (এসডিপি) সদস্য হিসেবে নির্বাচিত।

● সংসদে এসডিপি-লিবারেল জোটের মুখপাত্র। পরে লিবারেল ডেমক্রেট দলে যোগদান।

● পার্লামেন্টে টিভি ক্যামেরা স্থাপনবিষয়ক একটি কমিটির সদস্য।

● ১৯৮৭ সালে নির্বাচনের পর উদারপন্থিদের সঙ্গে মিলে যাওয়ার পক্ষে ছিলেন। এবং লিবারেল ডেমক্রেটদের পক্ষে নেতৃত্বস্থানীয় মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেন।

করছে। দাবি জানিয়েছে, যুদ্ধের স্বপক্ষে এটর্নি জেনারেলের আইনি পরামর্শের নথি প্রকাশের। দলটির অভিযোগ, যুদ্ধ-পরবর্তী পরিস্থিতি নিরূপণে ব্লেয়ারের সরকার ব্যর্থ। পাশাপাশি, রক্ষণশীল দল ইউরোপের একক সংবিধানের প্রশ্নে গণভোটের বিরোধী। দলটি ব্রিটেনের ইইউ সদস্যপদ এবং এর শর্তগুলো পুনর্বিবেচনার পক্ষপাতি। এবং ইউরো মুদ্রার বিরোধী। রক্ষণশীলরা সামরিক বাজেট ৫১৭০ কোটি ডলার বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

ব্রিটেনে ইরাক যুদ্ধের একমাত্র বিরোধী লিবারেল ডেমক্রেটরা। সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্রিটেনবাসী দলটির ইরাকনীতির সমর্থক। দলটি যুদ্ধের বিরোধী এবং বছর শেষে ইরাক থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের পক্ষে। প্রো-ইউরোপ দলটি ইউরোপীয় সংবিধান ও ইউরোর পক্ষে।

অভিবাসন ও রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীদের বিষয়টিও ব্যাপকভাবে আলোচনায় এসেছে এবার। এই ইস্যুতে সাম্প্রতিক সময়ে রক্ষণশীলদের কঠোর মনোভাব কোণঠাসা করে ফেলেছে লেবার দলকে। লেবার দল অভিবাসীদের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার পক্ষে। দক্ষ শ্রমিকদের স্থায়ী বসবাসের অনুমতি এবং নতুন অভিবাসীদের ক্ষেত্রে পয়েন্টের ভিত্তিতে ব্রিটেনে প্রবেশাধিকার দিতে চায় লেবার দল। পক্ষান্তরে, রক্ষণশীলরা চায় উদ্বাস্তু বিষয়ক জেনেভা সনদ থেকে ব্রিটেনের নাম প্রত্যাহার এবং রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য একটি বাৎসরিক কোটা নির্ধারণ। এরাও পয়েন্টের ভিত্তিতে অভিবাসনের পক্ষে হলেও এ ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট নির্ধারিত কোটার পক্ষে। এছাড়া রক্ষণশীলরা নতুন সীমান্ত পুলিশ গঠনের কথা বলছে। অন্যদিকে লিবারেল ডেমক্রেটরা রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীদের কাজের অনুমতি দেয়ার পক্ষপাতি। পাশাপাশি, আশ্রয়প্রার্থীদের আবেদন বা মামলা দেখাশোনার জন্য একটি এজেন্সি প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তারা।

অর্থনীতিও এবারের নির্বাচনে ফ্যাক্টর হিসেবে দাঁড়াবে। বিশেষত ইরাক যুদ্ধ ব্রিটেনের অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলেছে। সাম্প্রতিক সময়ে দেশটির অর্থনীতির বিভিন্ন সূচক নিম্নমুখী। কর নিয়ে তিনটি দলই তাদের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন। লেবার দল আয়কর না বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে। এছাড়া ভ্যাটও না বাড়ানোর কথা বলেছে। পরিবারের জন্য কর হ্রাস এবং কাজে আগ্রহীদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছে ব্লেয়ারের দল। ৮০ হাজার সরকারি চাকরি কমিয়ে এবং অপচয় বন্ধ করে ৪ হাজার কোটি ডলার সাশ্রয়ের কথা বলছে লেবার দল। পক্ষান্তরে, অপচয় ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কমিয়ে লেবার দলের চেয়ে ২ হাজার ২৩০ কোটি ডলার বেশি সাশ্রয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে রক্ষণশীলরা। দলটি বলছে তারা সরকারি ঋণ কমাবে ১ হাজার ৫৩০ কোটি ডলার এবং কর হ্রাস করবে ৭৬৫ কোটি ডলার।

e‡ki †`wmi te-qvi BivK Bm¨‡Z teKvq `vq

অর্থনীতির গালভরা প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে লিবারেল ডেমক্রেটরাও পিছিয়ে নেই। উদারপন্থি দলটি বসতবাড়ি এবং ব্যবসার ওপর স্থানীয় পৌরকর তুলে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এর স্থলে স্থানীয় আয়কর বসবে। 'অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রে' ব্যয় বাড়াবে ডেমক্রেটরা। এছাড়া ১ লাখ পাউন্ডের বেশি উপার্জনকারীদের ওপর নতুন করে করারোপের কথা বলছে তারা। শিশুকল্যাণ তহবিল বিলুপ্ত করবে উদারপন্থিরা।

অন্যান্য ইস্যুর মধ্যে রয়েছে সামরিক ব্যয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় প্রভৃতি। সব ক্ষেত্রেই তিনটি দলই নিজ নিজ মেনিফেস্টোতে চিত্তাকর্ষক প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তবে পর্যবেক্ষকদের ধারণা, এবারও ভোট পড়বে কম। ২০০১ সালে ভোট পড়েছিল ৫৯ শতাংশ যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সর্বনিম্ন। অবশ্য এবার দলগুলোর টার্গেট বয়স্ক ভোটার। জরিপকারীদের ধারণা, পেনশনভোগীদের ৭৩ ভাগ এবার ভোটকেন্দ্রে আসতে পারে। পক্ষান্তরে ৩৫ বছরের কম বয়সী ভোটারদের মাত্র ৩৪ ভাগের ভোট দেয়ার সম্ভাবনা।

প্রার্থী প্রোফাইল

মাইকেল হাওয়ার্ড

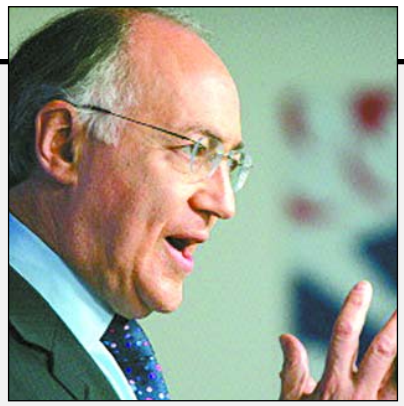

● ১৯৪১ সালের ৭ জুন সাউথ ওয়েলসের গোর্সেইননে মাইকেল হাওয়ার্ডের জন্ম। রোমানিয়া থেকে আসা ইহুদি অভিবাসীর সন্তান।

● পেশায় আইনজীবী। ১৯৭৫ সালে সান্দ্রা ক্লেয়ার পলের সঙ্গে বিয়ে। মহিলা ষাটের দশকের মডেল। এক কন্যা, এক পুত্র, এক সৎপুত্র।

● সাউথ ওয়েলসের ল্যানেলি গ্রামার স্কুল এবং কেমব্রিজের পিটার হাউসে পড়াশোনা। ১৯৬২ সালে ক্যামব্রিজ ইউনিয়ন বিতর্ক সভার সভাপতি নির্বাচিত। ১৯৬৪ সালে ব্যারিস্টার। ১৯৮২ সালে রানীর পরামর্শসভায় নিয়োগপ্রাপ্তি।

● ১৯৮৩ সালে রক্ষণশীল দলের সদস্য নির্বাচিত।

● ১৯৮৫ সালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের জুনিয়র মন্ত্রী। পরে স্থানীয় সরকার ও এরপর জল ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের জুনিয়র মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন।

● ১৯৯০ সালে কর্মসংস্থান মন্ত্রী হিসেবে কেবিনেটে প্রবেশ। ট্রেড ইউনিয়ন বাতিল করেন। দোকানপাট বন্ধ করেন। এবং ম্যাসট্রিশট চুক্তির ইইউ সামাজিক সনদ থেকে ব্রিটেনের নাম প্রত্যাহারের জন্য দেনদরবার করেন।

● ১৯৯২ সালের নির্বাচনের পর পরিবেশ মন্ত্রী।

● ১৯৯৩ সালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। চার বছর এই পদে থাকেন। দাবি করেন তার সময়ে ব্রিটেনে অপরাধ ১৮ ভাগ হ্রাস পেয়েছিল।

● ১৯৯৭ সালের নির্বাচনে লেবার দলের বিজয়ের পর দলীয় পদে পরাজয়। ছায়া পররাষ্ট্রমন্ত্রী হন। ১৯৯৯ সালে পেছনের সারিতে (ব্যাকবেঞ্চ) ফিরে যান।

● নতুন টোরি নেতা ডানকান স্মিথের সময় ২০০১ সালে আশ্চর্যজনকভাবে ছায়া অর্থমন্ত্রীর পদ লাভ করেন।

● ২০০৩ সালে রক্ষণশীল দলের নেতা নির্বাচিত হন এবং প্রধান বিরোধীদলীয় নেতার পদ পান। দলে সংস্কার সাধনে হাত দেন। ২০০৪-এর শুরুতে জনগণকে রক্ষণশীল দল সম্পর্কে জানাতে ১৫ কোটি পরিচিতিপত্র ছাপান।